2nd Semester (theory)

CC-3

C3T : Introduction of Rabindra Sangeet and Theoretical Knowledge of Ragas, Talas and Notations

2. Musical atmosphere of jorasanko tagore palace :-
জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ির সাংগীতিক পরিবেশ :-

কোলকাতার জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ি প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের সময় থেকেই ধনে, মানে, যশে, ঐশ্বর্যে সব বিষয়ে সমগ্র সমাজে শীর্ষস্থান অধিকার করেছিল। যদিও দ্বারিকানাথের পূর্বে তাঁর পিতৃব্য রামলোচন ঠাকুর কালোয়াতি গানের চর্চাও কদর করতেন। বিখ্যাত কালোয়াতদের আহ্বান করে ঠাকুর বাড়িতে মজলিস বসাতেন। দ্বারকানাথ ছিলেন ঠাকুর পরিবারের সংগীতচর্চার স্বার্থক উত্তরসাধক। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহন করলেও তাঁর মন অনেক ইউরোপীয় ভাব ধারায় গড়ে উঠেছিল। ভারতের সর্বপ্রকার প্রগতি-মূলক বিষয়ের তিনিই ছিলেন কর্ণধার। আধুনিকতার অগ্রদূত এবং যুগ প্রবর্তক রাজর্ষি রামমোহন রায় ছিলেন তাঁর অকৃত্রিম বন্ধু। ভারতীয় সঙ্গীতের প্রতি দ্বারকানাথের যথেষ্ট শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাশাপাশি পারসিক গজল ও জানতেন। অন্যদিকে ইউরোপীয় সংগীতের প্রতি ও তার অনুরাগ থাকায় তিনি ইতালি ও ফরাসী সঙ্গীতের চর্চা করেছিলেন। দ্বারকানাথের এই সঙ্গীত প্রীতির ধারা প্রথমে পুত্র ও পরে পৌত্রদের মধ্যে ক্রমে সর্ব ভারতীয় স্বীকৃতি লাভ করেছে।

জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির গৌরব ও সমৃদ্ধি সুবিস্তৃত হয় রবীন্দ্রনাথের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সময় থেকে। সাহিত্য ও সংগীত উভয় বিষয়েই তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ছিল। তাঁর সময় থেকে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলাদেশে সাহিত্য, শিল্পকলায় যে নতুন জোয়ার এসেছিল

Scanned with CamScanner

তাতে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকা যথেষ্ট গুরুত্ব পূর্ণ। মহর্ষির প্রেরণায় এবং রামমোহনের প্রভাবে এই সময় ব্রহ্মসংগীত রচনায় উদ্যোগী হন, ঠাকুর বাড়ির সদস্যরা। মহর্ষির একান্ত প্রচেষ্টাতে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ী কালক্রমে সংগীতের তীর্থ-স্থানে পরিণত হয়। দেবেন্দ্রনাথ নিজে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে-এর অনুশীলন করেছিলেন এবং এছাড়াও তিনি বাংলার বাউল, কীর্তন, কবিগানের প্রতিও সমান অনুরাগ পোষণ করতেন। তাঁর আমন্ত্রনে ঠাকুর বাড়ীতে বহু বিখ্যাত গুনী উচ্চাঙ্গ সংগীত সাধকের আগমন ঘটেছিল। এদের মধ্যে যদুভট্ট, বিষ্ণু চক্রবর্তী, রাধিকাপ্রসাদ গোস্বামী, শ্যাম সুন্দর মিশ্র প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে কেউ ছিলেন আদিব্রাহ্ম সমাজের গায়ক, কেউ কেউ ঠাকুর বাড়ীর গৃহ সংগীত শিক্ষক। এই সমস্ত দিকপাল শিল্পী ছাড়াও বরোদার বিখ্যাত গায়ক মৌলাবক্সও কিছুকাল তাঁর বাড়ীতে অর্থাৎ ঠাকুর বাড়ীতে বাস করেছিলেন। মহর্ষির বন্ধু শ্রীকন্ঠ সিংহ নামে একজন গায়কের নাম পাওয়া যায়, যার প্রভাব এই পরিবারের ছোটদের সংগীত শিক্ষার উপর ছিল। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁর পুত্রদের যথাযথ সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থা করে দেওয়ার পাশাপাশি বাড়ীর মেয়েদেরও সংগীতবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তাঁর উৎসাহেই প্রকাশ্য সভায় সংগীত তথা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশ নেবার ব্যাপারে ঠাকুর বাড়ীর মেয়েরাই ছিলেন অগ্রনী। মহর্ষির পৌত্রি প্রতিভা দেবী, ইন্দিরা দেবী, এবং দৌহিত্রি সরলা দেবী হিন্দুস্থানী উচ্চাঙ্গ সংগীতের পাশাপাশি অল্প বিস্তর ইউরোপীয় সংগীতেরও চর্চা করেছিলেন।

ঠাকুর পরিবারের সংগীত চর্চায় আরো দুজনের নাম উল্লেখযোগ্য, এঁরা হলেন- মহর্ষির দুই ভাই গিরিন্দ্রনাথ, গনেন্দ্রনাথ। গিরিন্দ্রনাথের সংগীত প্রীতি অনেকটাই গভীর ছিল

Scanned with CamScanner

বলে তিনি বাড়ীতে একটি শখের যাত্রাদল গড়ে তোলেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অগ্রজদের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ প্রভৃতি সকলেই সংগীতে যথেষ্ট দক্ষ ছিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথই স্বরলিপি পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন এবং পরে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ সেই পদ্ধতিরই একটু সংস্কার সাধন সাধন করে যে স্বরলিপি পদ্ধতির প্রচলন করেন, সেটাই বর্তমান কালের আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতি রূপে প্রচলিত।

জানা যায় দ্বিজেন্দ্রনাথ অর্গান ও বাঁশী বাজানোয় দক্ষ ছিলেন। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ কণ্ঠ সঙ্গীত ছাড়াও সেতার বাজাতে শিখেছিলেন। এছাড়াও তিনি পিয়ানোতে দক্ষতার সঙ্গে নানা দেশী বিদেশী সুর বাজাতে পারতেন। হেমেন্দ্রনাথ মার্গ সঙ্গীতের অনুরাগী শিল্পি ছিলেন। তিনি নিজের পত্নীকে সংগীত শিক্ষায় উৎসাহিত করে তার যথাযথ সংগীত শিক্ষার ব্যবস্থাও করেছিলেন। তার কন্যাও পিতারই উৎসাহে সংগীতে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

উপরি উক্ত আলোচনা থেকে জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীর সাংগীতিক পরিবেশের একটা বাস্তবিক চিত্র সুন্দর ভাবে পাওয়া যায়। তাই বলা যায়, সংগীত চর্চা জোড়াসাঁকো ঠাকুর বাড়ীতে তৎকালীন অন্যান্য সম্প্রতিপন্ন পরিবারের মতো নিছক বড়মানুষী শৌখিন ব্যপার ছিল না। সংগীত চর্চার প্রতিষ্ঠায় তা ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের এবং গৌরবময় অবস্থা।

Scanned with CamScanner